বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
(বিচার শাখা)
www.supremecourt.gov.bd

স্মারক নং-১জে-১০/২০১৭-৩২৯৫- জে, তারিখঃ ৩১ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ১৫ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ **ভোলার সিনিয়র সহকারী জজ জনাব সরদার সাজ্জাদুর রহমান-এর দুরারোগ্য কিডনী প্রতিস্থাপন ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত আর্থিক সাহায্যের আবেদন প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ভোলার সিনিয়র সহকারী জজ জনাব সরদার সাজ্জাদুর রহমান তাঁর আবেদনে উল্লেখ করেছেন তিনি ১৮তম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষার মাধ্যমে ১৯৯৯ সালের ২৫ শে জানুয়ারি বিচার বিভাগে সহকারী জজ হিসেবে যোগদান করেন এবং বর্তমানে তিনি ভোলার চরফ্যাশনে সিনিয়র সহকারী জজ হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি গত ১০ (দশ) বছর যাবৎ উচ্চ রক্তচাপ, ০৪ (চার) বছর যাবৎ ডায়াবেটিস এবং গত ০৩ (তিন) বছর যাবৎ কিডনী জটিলতা সংক্রান্ত অসুস্থতায় ভুগছেন। **সর্বশেষ বিগত সেপ্টেম্বর/২০১৯ খ্রিঃ ভারতের চেন্নাই এ্যাপোলো হাসপাতালে সকল পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ তাঁর দুটো কিডনীই সম্পূর্ণ বিকল মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করে জরুরী ভিত্তিতে কিডনী দুটো প্রতিস্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেছেন** । অতঃপর সেপ্টেম্বর/২০১৯ থেকেই সুদূর চরফ্যাশন হতে ঢাকায় গিয়ে প্রতি সপ্তাহে দুইবার কিডনী ডায়ালাইসিস করতে হয়। দিন দিন তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রমেই অবনতি হচ্ছে এবং বর্তমানে তিনি কারো সাহায্য ছাড়া একাকি চলাফেরা করতে পারেন না। প্রতি মাসে তাঁর কিডনী ডায়ালাইসিসসহ সামগ্রিক চিকিৎসা ব্যয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা। **দুটো কিডনী প্রতিস্থাপনসহ চিকিৎসার আনুমানিক ব্যয় এককালীন প্রায় ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা আবশ্যক**। গত কয়েক বছর যাবৎ দেশে ও বিদেশে চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ এবং প্রতি সপ্তাহে দুইবার কিডনী ডায়ালাইসিস ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে বর্তমানে দারুন আর্থিক সংকটে নিপতিত হয়েছেন। দুটো কিডনী বিকল থাকার কারণে একদিকে দিন দিন তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে, অন্যদিকে আর্থিক সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

আবেদনপত্রে তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর কোন পুত্র সন্তান নেই। তাঁর স্ত্রী রাশিদা রহমান তিথি গৃহিনী এবং বড় কন্যা সামিয়া রহমান প্রত্যাশা চরফ্যাশন সরকারী স্কুলে দশম শ্রেনিতে ও ছোট কন্যা বর্ষা রহমান হেনা চরফ্যাশন সরকারী স্কুলে চতুর্থ শ্রেনিতে অধ্যয়নরত। তিনি মারা গেলে অথবা তাঁর অবর্তমানে তাঁর স্ত্রী এবং কন্যাদের ভরণপোষন ও দেখাশুনা করার মত পৃথিবীতে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা তাঁর পিতা অনেক আগেই মারা গিয়েছেন এবং তাঁদের ভরণপোষন চালাবার মত কোন সক্ষম ভাইবোনও এই পৃথিবীতে বর্তমান নেই।

আবেদনপত্রে তিনি এছাড়াও উল্লেখ করেছেন, তাঁর আর্থিক সংকট বর্তমানে চরম আকার ধারণ করায় তাঁর পক্ষে কোনভাবেই কিডনী প্রতিস্থাপন ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভবপর নয়। অনতিবিলম্বে তাঁর কিডনী দুটো প্রতিস্থাপন করতে না পারলে অতি শীঘ্রই তাঁর স্ত্রী অকালে বিধবা হবে এবং তাঁর দুটো কন্যা সন্তান অনাথ হয়ে ভবিষ্যতে হয়তো অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। তাঁর এবং তাঁর পরিবারের এই পৃথিবীতে বেচেঁ থাকার জন্য সর্বস্তরের বিচার বিভাগের সুহৃদ এবং সমব্যথী ভাই বোনদের জরুরী সাহায্যের হাত তাঁর প্রতি প্রসারিত করা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

আবেদনপত্রে তিনি তাছাড়াও আরো উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর উল্লিখিত কিডনী প্রতিস্থাপন ব্যয় বাবদ তাঁর চিকিৎসার স্বার্থে তাঁকে আর্থিক অনুদান সহায়তা প্রদানের জন্য তিনি অত্র কোর্টে আবেদন করেছেন।

এমতাবস্থায়, ভোলার সিনিয়র সহকারী জজ জনাব সরদার সাজ্জাদুর রহমান এর আর্থিক সাহায্যের আবেদন এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হলো। একই সাথে আপনার অধীনস্থ একজন কর্মকর্তাকে এতদ্‌উদ্দেশ্যে দায়িত্ব প্রদানক্রমে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্যও অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ আবেদন পত্র- ০১ ফর্দ।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা
রাশিদা হক চৌধুরী
সঞ্চয়ী হিসাব নং- **০৪০৩৬০১০২৪৭৯৮**
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, চরফ্যাশন শাখা
ভোলা।

স্বাঃ/
(মোঃ গোলাম রব্বানী)
রেজিস্ট্রার
ফোনঃ ৯৫১৪৬৪৬
ই-মেইলঃ registrar_hcd@supremecourt.gov.bd

স্মারক নং-১জে-১০/২০১৭- জে, তারিখঃ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ১৫ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ-

১) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২) যুগ্ম সচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩) মহা-পরিচালক (লিগ্যাল এন্ড প্রসিকিউশন), দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
(আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৪) যুগ্ম সচিব (আইন প্রণয়ন), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।

৫) মহা-পরিদর্শক, (নিবন্ধন), নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
৬) জেলা ও দায়রা জজ, ...(সকল)
(আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৭) মহানগর দায়রা জজ, ...(সকল)
(আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৮) বিভাগীয় বিশেষ জজ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ...(সকল)।
৯) বিচারক(জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমনট্রাইব্যুনাল, ...(সকল)।
১০) বিচারক(জেলা জজ), জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমনট্রাইব্যুনাল, ...(সকল)।
১১) বিচারক (জেলা জজ), দ্রুত বিচারট্রাইব্যুনাল, ...(সকল)।
১২) বিচারক (জেলা জজ), সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ...(সকল)।
১৩) সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক অ্যাপীলেটট্রাইব্যুনাল, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
১৪) সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিকট্রাইব্যুনাল ....(সকল)।
(আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১৫) সদস্য (জেলা জজ), শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১৬) চেয়ারম্যান (জেলা জজ), শ্রম আদালত, ...(সকল)।
১৭) স্পেশাল জজ (জেলা জজ), স্পেশাল জজ আদালত ....(সকল)।
১৮) বিচারক (জেলা জজ), পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা।
(আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১৯) সদস্য (জেলা জজ), কাস্টমস্ এক্সসাইজ ও ভ্যাট আপীলাতট্রাইব্যুনাল, ...(সকল)।
২০) চেয়ারম্যান (জেলা জজ), ১ম/২য়, কোর্ট অব সেটেলমেন্ট, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
(আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২১) বিচারক (জেলা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
২২) চেয়ারম্যান (জেলা জজ), নিম্নতম মজুরী বোর্ড, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২৩) বিচারক (জেলা জজ), স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
২৪) বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), মানব পাচার অপরাধ দমনট্রাইব্যুনাল, ... (সকল)।
২৫) সচিব (জেলা জজ), বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, রমনা, ঢাকা।
২৬) সদস্য (জেলা জজ), ট্যাকসেস অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-৫, ঢাকা।
২৭) পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫, বেইলী রোড, ঢাকা।
(আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২৮) সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
(কমিশন সচিবালয়ে কর্মরত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২৯) রেজিস্ট্রার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
(আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩০) পরিচালক (প্রশাসন), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
(ইন্সটিটিউটে কর্মরত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩১) সচিব, আইন কমিশন, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
(কমিশনে কর্মরত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩২) আইন উপদেষ্টা (জেলা জজ), কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম।
৩৩) উপ-সচিব (লিগ্যাল), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৪) আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ কর্ম কমিশন সচিবালয় (পিএসসি), ঢাকা।
৩৫) পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা।
৩৬) আইন কর্মকর্তা, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা।
৩৭) চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ...(সকল)।
(আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩৮) চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ...(সকল)।
(আপনার অধীনস্ত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩৯) আইন কর্মকর্তা, তথ্য মন্ত্রণালয় (আইন শাখা), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০) আইন কর্মকর্তা, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪১) রেজিস্ট্রার, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, ১৪ আঃ গণি রোড, ঢাকা।
৪২) আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৪৩) গবেষণা ও তথ্য কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগ, ঢাকা।
৪৪) রেজিস্ট্রার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন, খাগড়াছড়ি।
৪৫) রেজিস্ট্রার জেনারেলের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৪৬) সিস্টেম এনালিস্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪৭) অফিস কপি

২৫.০৯.২০২০

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহকারী রেজিস্ট্রার (বিচার)
ফোনঃ৯৫৬১৯৩২।

অগ্রগামী কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সিনিয়র সহকারী জজ আদালত -এর কার্যালয়
চরফ্যাসন, ভোলা।

তারিখঃ ২২/০৩/২০২০খ্রিঃ

স্মারক নং : সিঃ সহঃ জঃ - ২৮

প্রেরক: সরদার সাজ্জাদুর রহমান
গ্রেডেশন নং-১১৩২
সিনিয়র সহকারী জজ
চরফ্যাসন, ভোলা।

প্রাপক: মাননীয় রেজিস্ট্রার জেনারেল
বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, ঢাকা।

মাধ্যমঃ মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ বাহাদুর
ভোলা।

বিষয়ঃ- দুরারোগ্য কিডনী প্রতিস্থাপন ব্যয় নির্বাহের নিমিত্তে আর্থিক সাহায্যের আকুল আবেদন।

মহাত্মন,

যথাযথ সম্মান সহকারে বিনীত নিবেদন এই যে, আমি সরদার সাজ্জাদুর রহমান ১৮তম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস(বিসিএস) পরীক্ষার মাধ্যমে ১৯৯৯ সালের ২৫শে জানুয়ারী বিচার বিভাগে সহকারী জজ হিসাবে যোগদান করি এবং বর্তমানে আমি ভোলার চরফ্যাসনে সিনিয়র সহকারী জজ হিসাবে কর্মরত আছি। আমি গত ১০(দশ) বছর যাবৎ উচ্চ রক্তচাপ, ৪(চার) বছর যাবৎ ডায়াবেটিস এবং গত ৩(তিন) বছর যাবৎ কিডনী জটিলতা সংক্রান্ত অসুস্থ্যতায় ভুগছি। সর্বশেষ বিগত সেপ্টেম্বর/২০১৯ মাসে ভারতের চেন্নাই এ্যাপোলো হাসপাতালে সকল পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা আমার দুটো কিডনীই সম্পূর্ন বিকল মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করে জরুরী ভিত্তিতে কিডনী দুটো প্রতিস্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেছেন(চিকিৎসার কাগজপত্র সংযুক্ত)। অতঃপর সেপ্টেম্বর/২০১৯ থেকেই সুদুর চরফ্যাসন হতে ঢাকায় গিয়ে প্রতি সপ্তাহে দুইবার কিডনী ডায়ালিসিস করে অসুস্থ্য অবস্থায় বেচে আছি। দিন দিন আমার শারীরিক অবস্থা ক্রমেই অবনতি হচ্ছে এবং বর্তমানে আমি কাহারো সাহায্য ছাড়া একাকি চলাফেরা করতে অক্ষম হইতেছি। প্রতি মাসে আমার কিডনী ডায়ালিসিস সহ সামগ্রিক চিকিৎসা ব্যয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা। দুটো কিডনী প্রতিস্থাপন সহ চিকিৎসার আনুমানিক ব্যয় এককালীন প্রায় ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা আবশ্যক হইতেছে। আমি গত কয়েক বছর যাবৎ দেশে এবং বিদেশে চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ এবং প্রতি সপ্তাহে দুইবার কিডনী ডায়ালিসিস এর চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে বর্তমানে দারুন আর্থিক সংকটে নিপতিত হয়েছি। আমার দুটো কিডনী বিকল থাকার কারনে একদিকে দিন দিন আমার শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে, অন্যদিকে আমার আর্থিক সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

মহোদয়, আমার কোন পুত্র সন্তান নেই। আমার স্ত্রী রাশিদা রহমান তিথি গৃহিনী। আমার বড় কন্যা সামিয়া রহমান প্রত্যাশা চরফ্যাসন সরকারী স্কুলে দশম শ্রেনীতে এবং ছোট কন্যা বর্ষা রহমান হেনা চরফ্যাসন সরকারী স্কুলে চতুর্থ শ্রেনীতে অধ্যয়নরত। আমি মরে গেলে অথবা আমার অবর্তমানে আমার স্ত্রী এবং কন্যাদের ভরনপোষন কিংবা দেখা শুনা করার মত এই পৃথিবীতে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কেহই অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা আমার পিতা অনেক আগেই মারা গিয়াছেন এবং তাদের ভরনপোষন চালাবার মত আমার তেমন কোন সক্ষম ভাইবোনও এই পৃথিবীতে বর্তমান নাই।

মহোদয়, আমার আর্থিক সংকট বর্তমানে চরম আকার ধারণ করায় আমার পক্ষে কোনভাবেই কিডনী প্রতিস্থাপন ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভবপর নহে। আবার আমি অনতিবিলম্বে আমার কিডনী দুটো প্রতিস্থাপন করতে না পারলে অতি শীঘ্র আমার স্ত্রী অকালে বিধবা হবে এবং আমার দুটো কন্যা সন্তান অনাথ হয়ে ভবিষ্যতে হয়তো অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। সুতরাং আমার এবং আমার পরিবারের এই পৃথিবীতে বেচে থাকার জন্য আমার সর্বস্তরের বিচার বিভাগের সুহৃদ এবং সমব্যথী ভাই বোনদের জরুরী সাহায্যের হস্ত আমার প্রতি প্রসারিত করা একান্ত আবশ্যক হইতেছে। সুতরাং মহোদয় সমীপে বিনীত আরোজ এই যে, আমাকে উল্লেখিত কিডনী প্রতিস্থাপন ব্যয় বাবদ বিশাল খরচে সাহায্য করে আমাকে পৃথিবীর আলো বাতাস আরো কিছুদিন ভোগ করতে দেওয়ায় সাহায্য করা এবং সাথে সাথে আমার পরিবারের সদস্যদের অসহায় এবং অনাথ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছি।

বিনীত
আপনার একান্ত অনুগত

22/03/2020
(সরদার সাজ্জাদুর রহমান)
গ্রেডেশন নং-১১৩২
সিনিয়র সহকারী জজ
চরফ্যাসন, ভোলা

সংযুক্তঃ-
(১) সর্বশেষ চিকিৎসার কাগজপত্র- ৬৮(আটষট্টি) পাতা।

সদয় সাহায্য পাঠাবার ব্যাংক হিসাব নম্বর হলো- সঞ্চয়ী হিসাব নং - রাশিদা হক চৌধুরী, সঞ্চয়ী হিসাব নং- 0403601024798
সোনালী ব্যাংক, চরফ্যাসন শাখা, ভোলা।